The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp. 215 - 226)
Published in July, 2025

মাওলানা রুমির কাব্যে প্রেমদর্শন

আলতাফ হোসেন *

প্রতিপাদ্যসার: কবি মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) পারস্যের ত্রয়োদশ শতকের একজন স্বনামধন্য আধ্যাত্মিক কবি ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ইসলামি চিন্তাবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক, অতীন্দ্রবাদী সুফি-সাধক। এই সাধক কবি খোরাসানের অন্তর্গত বালখ শহরে ৬০৪ হিজরি ৬ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৩০ শে সেপ্টেম্বর খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭২ হিজরি মোতাবেক ১৭ই ডিসেম্বর মাসে ৬৮ বছর বয়সে কাউনিয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৬৪২ হিজরি মোতাবেক ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা শামস তাবিজের সাথে সাক্ষাৎকার করেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির জীবনের দিক পরিবর্তন হয়। একজন সু-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক ও আইনজ্ঞ থেকে রুমি একজন সাধকে রূপান্তরিত হন। রুমির প্রভাব নিজ দেশের সীমানা এবং জাতিগত পরিমণ্ডল পেরিয়ে বিশ্বদরবারে ছড়িয়ে পড়েছে। ফারসি, তুর্কি, গ্রীক, তাজিক, পশতু মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানেরা ৭০০ বছর ধরে তার সুফি দর্শনকে যথাযথ সমাদৃত করে আসছে। বিশ্বে বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রুমির সুফি দর্শন চর্চা করা হয়। তিনি মূলত সুফি কবি হিসেবে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। মাওলানা রুমির অনেক সাহিত্যকর্মের মধ্যে দেওয়ানে কাবির, ফি-মা-ফি, মাকাতিব, মসনবি-এ-মা'নবি, মাজালিসে সাব'আ উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই সাহিত্যকর্ম ফারসি ছাড়াও বাংলা, আরবি, উর্দু, তুর্কি, গ্রীকসহ বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মাওলানা রুমির কবিতার নতুন নতুন অনুবাদ আজও আসছে। আগামীতেও তার প্রভাব ও জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকবে। তার গভীর অর্থবহ কথামালা স্মরণ করিয়ে দেয় কীভাবে কবিতা মিশে যায় জীবনের পরতে পরতে। মাওলানা রুমি ফারসি কবিদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী একজন প্রেমের কবি। প্রেমচিন্তাকে কবিতার ভাষায় দারুনভাবে উপস্থাপন করার ক্ষমতাই তাঁর জনপ্রিয়তার মূল রহস্য। মানব আত্মার সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ককে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তা তাঁর কবিতার মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন। প্রেম ভালবাসার মাঝে জগতের মুক্তি দেখেছেন তিনি। সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাওয়ার রাস্তা হিসেবে প্রেম ভালোবাসাকে বেছে নিয়েছেন। আধ্যাত্মিক প্রেমের পাশাপাশি মানুষে মানুষে প্রেমের মধ্যে যে আত্মিক মুক্তি লাভ হয়; তা তিনি পরিষ্কার করেছেন। তিনি একাধারে সৃষ্টিকর্তার প্রেমিক, মানুষ্য প্রেমিক। প্রেমচিন্তাকে যেভাবে দেখা হয় তার অনেক উঁচু শিকড় থেকে দেখেছেন জালাল উদ্দিন রুমি। সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের প্রেমের পাশাপাশি মানুষের সাথে মানুষের প্রেম ভালোবাসার গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। তাঁর ভাষায় প্রেমই মুক্তি, প্রেমই শক্তি, প্রেমই পরিবর্তনের গুপ্তশক্তি, প্রেমই দিব্য সৌন্দর্যের দর্পণস্বরূপ। আবার তিনি বলেছেন, আমি আমার জন্য মরে গেছি, বেঁচে আছি তোমার কারণে। তিনি ঐশ্বরিক বা প্রভু প্রেমের সঙ্গে মিলিয়েছেন মানব মনের প্রেম।

ভূমিকা : পৃথিবীর আদিমতম সম্পর্কের নাম ভালোবাসা। এই রহস্যময় সত্য সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন যুগে বহু অতীন্দ্রিয়বাদী, দার্শনিক এবং চিন্তাবিদ লিখেছেন। সম্ভবত এটা দাবি করা যেতে পারে যে এমন কোনো দার্শনিক বা রহস্যবাদী খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি প্রেমের অস্তিত্ব ও এর প্রকৃতির সাথে লড়াই করেননি এবং লেখনির ক্ষেত্রে সামান্যতম অবদান রাখেননি। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি বিভিন্ন রচনার উল্লেখ করলে প্রেমের গুরুত্ব ও

* সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এই নিবন্ধে যে ইসলামি চিন্তাবিদ এবং রহস্যবাদী কবির প্রেমের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোকপাত করা হয়েছে তিনি আর কেউ নন, মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি। তাঁর কাব্য জুড়ে তিনি প্রেমের জয়গান গেয়েছেন।

মৌলিক শব্দ :- রুমি, মসনবি, প্রেমদর্শন, আত্মা, শামস তাবরিযি।

মাওলানা রুমির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

রুমির প্রকৃত নাম মুহাম্মদ, উপাধি জালাল উদ্দিন, মওলানা রুমি জনপ্রিয় উপাধি। পিতার দিক দিয়ে তার বংশ নবম উর্ধ্বতন পুরুষে গিয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি মায়ের দিক দিয়ে হযরত আলী (রা)-র বংশের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। রুমির পিতা খুরাসানের অন্তর্গত বলখের অধিবাসী ছিলেন। সেখানেই রমির জন্ম হয়। মাওলানার পিতার নামও ছিল মুহাম্মদ; উপাধি ছিল বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ। রুমি ১২০৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ৬০৪ হিজরির ৬ই রবিউল-আওয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন (শাফাক ৩৪১)। সুলতানুল-উলামা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের বিশিষ্ট মুরিদদের ভেতর একজন উন্নত স্তরের আলেম ছিলেন সায়্যিদ বুরহান উদ্দিন মুহাক্কিক তিরমিযি। সুলতানুল-উলামা তাঁকেই ছেলের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। ৪-৫ বছর বয়স পর্যন্ত রুমি তারই প্রশিক্ষণাধীনে ছিলেন। রুমি তার পিতার ইনতিকালের পর এই গৃহশিক্ষকের অভিভাবকত্বে আধ্যাত্মিক সাধনার স্তরগুলো অতিক্রম করেন। ৬৩০ হিজরিতে মাওলানা অধিকতর শিক্ষা লাভ ও আধ্যাত্মিক ফয়েয হাসিলের জন্য সিরিয়া (শাম) ও হলব (আলেপ্পো) সফর করেন।

হলব-এ এসে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি মাদ্রাসা-ই-হালাবিয়ায় অবস্থান নেন এবং কামালুদ্দিন ইবনুল-আদিম থেকে উপকৃত হন। হলব থেকে মাওলানা জালাল উদ্দন রুমি দামেস্কে গমন করেন। সেখানে তিনি মাদ্রাসা-ইমুকাদ্দাসিয়ায় অবস্থান করেন। দামেস্কে সে সময় 'আলিম-ওলামার ভীড় লেগেই থাকত। দামেস্কে শায়খ মুহয়িউদ্দীন ইবনে 'আরাবি, শায়খ সাদ উদ্দিন হামুবি, শায়খ উছমান রুমি, শায়খ আওহান উদ্দিন কিরমানি ও শায়খ সদর উদ্দিন কাওনবির সাহচর্যে মাওলানা জালাল উদ্দি রুমি তার সময় অতিবাহিত করতেন (সাফা ৫৬৭)। ৬৩৪ কিংবা ৬৩৫ হিজরীতে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি দামেস্ক থেকে ফিরে এসে কাউনিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সায়্যিদ বুরহান উদ্দিনের ইনতিকালের (৬৩৭ হি.)পর পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি বাহ্যত 'আলিম-ওলামার বেশ ধারণ করে সার্বক্ষণিকভাবে জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা দান কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। ৬৩৮ হিজরিতে শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি ইনতিকাল করেন। তার চারপাশে জ্ঞান জগতের যেসব উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁদের অধিকাংশই কাউনিয়ায় এসে সমবেত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে শায়খ সদর উদ্দিনও অন্যতম। প্রাচ্য ভূখণ্ডের দিক থেকে যেসব আলিম-উলামা সখানকার ধ্বংসযজ্ঞের কারণে পেরেশান হয়ে রুমের দিকে রওয়ানা হতেন তাদের বেশিভাগই পথিমধ্যে কাউনিয়াকেই তাদের আবাস ও আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করতেন। এভাবে কাউনিয়া সেযুগে মদিনাতুল-উলামা'য় (জ্ঞানীদের শহর) পরিণত হয় (যামানি ৫৬)।

এসব আলিম-ওলামার মধ্যে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির স্থান ছিল সবার উর্ধ্বে। মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি বেশিভাগ সময় শিক্ষা দান কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁর নিজের মাদরাসায়ই চার শ'র বেশি ছাত্র ছিল। পঠন-পাঠন ছাড়াও মাওলানা দ্বিতীয় যে কাজটি করতেন তা হ'ল ওয়াজ বা বক্তৃতা দান। ফতওয়া দান ছিল তার স্থায়ী কর্মের অন্তর্গত।

মাওলানা রুমির অনেক সাহিত্যকর্মের মধ্যে দেওয়ানে কাবির, ফি-মা-ফি, মাকাতিব, মসনবি-এ-মা'নবি, মাজালিসে সাব'আ উল্লেখযোগ্য। ১৭ ডিসেম্বর ১২৭৩ সালে রুমি ইন্তেকাল করেন। তাকে তার বাবার কবরের পাশে সমাহিত করা হয়। তার সমাধিফলকে লেখা আছে-

جنازه‌ام چو ببینی مگو فراق فراق / مرا وصال ملاقات آن زمان باشد
مرا بگور سپاری مگو وداع وداع / که گور پرده جمعیت جنان باشد(http://erfanandishe.blogfa.com)

'আমার জানাযা দেখে বলো না বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ; আরে এটিতো আমার মিলনমূহুর্ত।
আমাকে কবরে রেখে বলো না বিদায়! বিদায়! কবর তো আমার প্রেমাষ্পদের সাথে মিলনের পর্দা মাত্র।'

মাওলানা রুমির মৃত্যুর পর শুধু মুসলমানরাই নয়, ইহুদি-খ্রিষ্টানরাও তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলেন।

প্রেমদর্শন

প্রেমের দর্শন হল সামাজিক দর্শন এবং নীতিশাস্ত্রের একটি শাখা যা প্রেমের ধারণা, প্রকৃতি এবং গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করে। এটি প্রেমের বিভিন্ন রূপ, যেমন রোমান্টিক প্রেম, পারিবারিক প্রেম, বন্ধুত্বপূর্ণ প্রেম, এবং ভালোবাসার মতো ধারণাগুলো অন্বেষণ করে। প্রেমের দর্শন প্রেমের নীতিগত দিকগুলিও পরীক্ষা করে, যেমন প্রেম কতটা গুরুত্বপূর্ণ, প্রেমের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য এবং প্রেমের ক্ষেত্রে আমাদের কী ধরনের আচরণ গ্রহণযোগ্য। প্রেম কী এবং এর কাজ কী তা ব্যাখ্যা করার জন্য অনেকগুলো ভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। প্রচলিত তত্ত্বগুলোর মধ্যে রয়েছে: মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব, বিবর্তনবাদী তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। অধিকাংশ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব ভালোবাসাকে একটি খুবই ইতিবাচক আচরণ হিসেবে দেখে। বিবর্তনবাদী তত্ত্বগুলো বিশ্বাস করে যে ভালোবাসা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি অংশ। আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলো ভালোবাসাকে সৃষ্টিকর্তার একটি উপহার হিসেবে গণ্য করে। সেইসাথে, কিছু তত্ত্ব ভালোবাসাকে একটি অব্যক্ত রহস্য হিসেবে আখ্যায়িত করে, অনেকটা এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মতন। প্রেম নিয়ে আলোচনার শাস্ত্রীয় দার্শনিক ধারার সূচনা প্লেটোর "সিম্পোসিয়াম" গ্রন্থে (কেফার্ট উইলিয়াম ৪৫)। প্রেমের ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করতে প্লেটোর "সিম্পোসিয়াম" গভীরভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করে। প্লেটো বিশেষভাবে প্রেমের তিনটি প্রধান সূত্র তুলে ধরেন, যেগুলো প্রেমের পরবর্তী দর্শনগুলিকেও প্রভাবিত করে। প্রেম হলো সেতুস্বরূপ, প্রেম হলো আকর্ষণ শক্তি, দুটি বস্তুর মিলনের মাধ্যম হলো প্রেম। দেখা দেখিতে প্রেম হয়, প্রেমে মিলন ঘটায়, মিলনে জন্ম হয়, জন্মে বিস্তার ঘটায়। তাই আল্লাহকে পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো প্রেম। আল্লাহর আরশে আজিম দুটি খুঁটির ওপর অবস্থিত। প্রথম খুঁটি হলো ইবাদত এবং দ্বিতীয় খুঁটি হলো প্রেম। সুতরাং এ কথার দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ প্রাপ্তির পথ হলো ইবাদত এবং প্রেম। অর্থাৎ প্রেমের মাধ্যমেই ইবাদত, এটিই ধর্ম। বিশ্ববিখ্যাত আলেম মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি-এর দৃষ্টিতে ঐশী প্রেম হলো সব রোগের মহৌষধ (বাদাখশানি ৪৫২)। প্রেম মনকে কর্দমতা ও পাপাশক্তি থেকে মুক্ত করে। প্রেম আত্মাকে পবিত্র করে এবং উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যায়। এশকে মাজাজি থেকে মানুষ এশকে হাকিকিতে পৌঁছে যায় এবং এ ক্ষেত্রে এশক বা প্রেম হলো মাধ্যম। অর্থাৎ প্রথমে সাধারণ মানুষকে অসাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রেম করতে হয়। তা হলেই সেই অসাধারণ মানুষের মাধ্যমেই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। কেউ যদি আল্লাহর প্রেমে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারেন তবে তার জন্য রয়েছে দোজাহানের অপার সুখ আর চির শান্তির ঠিকানা কিন্তু এই যে আল্লাহর সঙ্গে ফানা বা নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার একমাত্র পথ বা মাধ্যম হলো তার রাসুলের প্রেম তার হৃদয়ে সদা জাগ্রত থাকবে। আর যার হৃদয় বা ক্বলবে রাসুলের প্রেম জাগ্রত হবে না, সে কখনও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে না (শফি ৩২১)।

ঐশী প্রেমের দ্বারা যার হৃদয় পুত-পবিত্র, তার মন সর্ব প্রকার লৌকিকতা থেকে মুক্ত। ঐশী প্রেমের বলে মাটির দেহ আকাশে উন্নীত হয়। প্রেমের পরশে জড় পাহাড় পর্যন্ত সচল হয়ে ওঠে। একদিন এই প্রেমের দ্বারাই তুর পাহাড় জীবন সঞ্চার করেছিল। প্রেম উন্মাদনা ও উন্মত্ততা এনেছিল। হযরত জালাল উদ্দিন রুমি বলেন, 'আমার সত্তা তারই সত্তার মধ্যে লুকিয়ে আছে– এ গোপন রহস্য-ভেদ প্রকাশ করলে সমগ্র জগত ওলটপালট হয়ে যাবে। কারণ

এই ঐশী প্রেম অব্যক্ত ও জীবনের গোপন রহস্য।' পার্থিব জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য পরম সৌন্দর্যেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র। পরম সুন্দর সব সৌন্দর্যের মূল উৎস। সূর্যালোকের অভাবে যেমন পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে যায়, তেমনি ঐশী সৌন্দর্যের অভাবে বিশ্বের সব বস্তু মলিন হয়ে পড়ে। প্রেমই সৃষ্টির মূল তত্ত্ব। পৃথিবী সৃষ্টির কারণ পরম সৌন্দর্যের প্রকাশ। অতএব যেই প্রেম দ্বারা মহান আল্লাহ সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেই প্রেম তো আল্লাহর সত্তারই নির্যাস। প্রেম দ্বারা মানবাত্মা পরিবর্তিত হয়ে পরম আত্মার স্বভাবে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে অথবা পরমাত্মার রঙে রঙ্গিন হয়ে ওঠে।

যাবতীয় কর্মের নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ। তিনি মানুষকে কতগুলো কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন। এই সীমার ভিতর থেকেই মানুষ তার পছন্দমতো কর্ম সম্পাদন করতে পারে। যদিও কর্ম-শক্তি ও কর্মক্ষেত্রও আল্লাহরই দান। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কারণ মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আল্লাহ মানুষকে তার স্বাধীন মতানুযায়ী পছন্দ করার শক্তিদান করেছেন। চুম্বকের আকর্ষণ যেমন বিচ্ছিন্ন লৌহ খন্ডকে একত্রিত করে; তেমনি প্রেমের আকর্ষণ হলো একরকম বিনাতারে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানোর মতো শক্তি। প্রেমে একজন রোগীকেও সুস্থ করে তুলতে পারে। প্রেমের কারণে কঠিন ক্রোধ দমন হয়ে কোমলতায় রূপ নিতে পারে। তখন শত্রুও পরিণত হয় পরম মিত্রতে। প্রেমের কারণেই মানুষের মৃতপ্রায় আত্মা জীবিত হয়ে ওঠে। প্রেম বাদশাহকে পরিণত করে গোলামে। প্রেম কারাগারকে পরিণত করতে পারে কুসুম-কাননে।

একজন আল্লাহ প্রেমিক সুফি-সাধকের প্রার্থনা আরশে আজিম পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে (উসমানি ৪৫)। আল্লাহর প্রেম মানুষের অন্তরকে পার্থিব জগতের প্রতি বিমুখ করে পরকালের প্রতি নিমগ্ন করে তোলে। প্রেমের স্বাদ আশ্চর্যরকম এক অদৃশ্য বস্তু। প্রেমের মাধ্যমে একটি মুহূর্তে যতখানি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব, প্রেমহীন শতশত বছরের কঠোর সাধনা, রিয়াযত, মোশাহেদায় তা সম্ভব হয় না। এই প্রেমের রাস্তায় চলতে গিয়ে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তার জন্য আমাদের দেয়া কোনো অজু-গোসলের প্রয়োজন হয় না। কারণ তার মৃত্যু শহিদের মর্যাদা লাভ করে। প্রেমের জগৎ সব বিচার ও যুক্তি তর্কের ঊর্ধ্বে।

রুমির প্রেমদর্শন

জালাল উদ্দিন রুমি ছিলেন একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী মনীষী। তিনি ছিলেন একাধারে একজন কবি, সুফিতত্ত্ববিদ, সর্বোপরি একজন সাধক-পুরুষ। সুফিদর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি ব্যাপক আলাচেনা করেছেন। বিশেষকরে তার কাব্যে সুফিজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সাবলীলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যে মরমী দর্শনের বাণী তিনি কাব্যিক ছন্দে প্রকাশ করেছেন; তার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব। তার মধ্যে প্রেমতত্ত্ব অন্যতম (উসমানি ৬০)।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, শৈশব থেকেই তিনি উন্নততর যোগ্যতা, প্রেমের আবেগ ও মুহব্বতের অধিকারী ছিলেন। মানাকিবুল-আরিফীন' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সাবালকে উপনীত হননি, তখন থেকেই তিনি মহানবী (সা)-এর 'ইশক-এ এমন মত্ত হয়ে থাকতেন যে, তিরিশ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর আহার গ্রহণের ইচ্ছেটুকুও হত না (আফলাকি ৫৬)।

৬৪২ হিজরিতে শাম্‌স-ই-তাব্রিজী-এর সাথে রুমির মোলোকাত এবং তাঁর সত্তার সঙ্গে আসক্তি ও বিলুপ্তির ফলে মাওলানার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিনি স্বয়ং বলেছেন :

مولوی هرگزنه شد مولای روم + تاغلام شمس تبریزی نه شد (রুমি ৫২৩)

'(রুমি) মওলভি ততক্ষণ পর্যন্ত মওলানা রুমি হতে পারেনি
যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শাম্‌স তাবরিযির গোলামী কবুল করেছে'।

মাওলানা শামস তাবরিযি ৬৪২ হিজরির ২৬শে জুমাদা আল-উখরার সোমবার তারিখে কাউনিয়া আসেন। সেখানে চিনি বিক্রেতাদের মহল্লায় অবস্থান করেন। একদিন দেখতে পান, মাওলানা রুমি পশুপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে আসছেন আর তার চারপাশের ছাত্ররা তার জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হয়ে চলেছে। শাম্স অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন? রিয়াযত ও জ্ঞানের উদ্দেশ্য কী? মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বললেনঃ আদব ও শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। শাম্স তাবরীযী বললেন : না, আসল লক্ষ্যে না পৌছা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া। এরপর তিনি হাকীম সানাঈ-এর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন

علم کز تو ترا بنستاند :جهل از آن علم به بود صدبار(সানায়ি, কাসিদা-৭৫)

যে জ্ঞান তোমার অহংবাধেকে তোমা থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না, সে জ্ঞানের চেয়ে মূর্খই উত্তম।

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি এতে বিস্মিত হন। অপরদিকে শাম্স এর তীর লক্ষ্যভেদে সক্ষম হয়। মওলানা জালাল উদ্দিন রুমি তাকে সংগে করে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন এবং আফলাকীর ভাষায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এক কামরায় থাকেন। ঐ সময় উক্ত কামরায় কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। সিপাহসালার বলেনঃ ছয় মাস পর্যন্ত সালাহ উদ্দিন যরকুবের কামরায় এ দু'জন বুযুর্গ একান্তে অতিবাহিত করেন। শায়খ সালাহ উদ্দিন ব্যতিরেকে আর কারারেই উক্ত কামরায় প্রবেশাধিকার ছিল না। শাম্স তাবরীযী-এর সাক্ষাৎ মওলানা জালাল উদ্দিন রুমিকে এক নতুন জীবন, নতুন চেতনা ও নতুন জগত দান করে। মওলানা জালাল উদ্দিন রুমি নিজেই বলেন :

شمس تبریزی بما راه حقیقت بنمود +ماز فیض قدم اوست که ایمان داریم(রুমি ১৩৪)

শামস তাবরিয আমাদেরকে হাকিকতের রাস্তা দেখিয়েছেন।
এটা তারই পদযুগলের ফয়েয যে, আমরাও আজ ঈমানের অধিকারী।

এতদিন পর্যন্ত মওলানা ছিলেন সে যুগের উস্তাদ ও শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গের আসনে আসীন। ছাত্র-শিক্ষক, জ্ঞানী-গুণী, সূফী-দরবেশ সবাই ছিল তাঁর অনুগ্রহপ্রাথী, তার থেকে উপকৃত হতে আগ্রহী। কিন্তু আজ তিনি নিজেই অনুগ্রহপ্রার্থী আর শামস তাবরীয তাঁকে ইরশাদ ও ফয়েয প্রদানের মালিক। মাওলানার সাহেবজাদা সুলতান ওয়ালাদ বলেন :

شیخ استاذ گشت نو آموز : درس خواندی بخدمتش هر روز
گرچه در علم فقر کامل بود : علم نو بود کو بو به نمود(ওয়ালাদ ৬৭)

'আলিমদের শায়খ ও উস্তাদ নতুন করে শিক্ষার্থী সাজলেন;
শাম্স-ই তাবরীযীর খেদমতে তিনি দৈনিক পাঠ গ্রহণ করতেন।

দরবেশীর ইলমে তিনি কামিল থাকা সত্ত্বেও তাঁকে একটি নতুনতর ইলম প্রত্যক্ষ করান। সুলতান ওয়ালাদ

খোদ মাওলানা তার নিজের মুখেই এ সম্পর্কে বলেন :

زاهد بودم ترانه گویم کردی * سرفتنه بزم و باده خویم کردی
سجاده نشین با وقاری بودم + بازیچه کو دکان گویم کردی(রুমি শ্লোক- ১৮৯০)

আমি ছিলাম দরবেশ, (তিনি) আমাকে গায়ক বানিয়ে দিলেন,
বানিয়ে দিলেন মদ্যপায়ীদের সর্দার ও মদখোর মাতাল।
আমি ছিলাম মর্যাদাবান গদ্দীনশীন পীর;

তিনি আমাকে অলি-গলিতে ক্রীড়ারত শিশুদের খেলনায় পরিণত করলেন।

ফল দাঁড়াল এই যে, শামস-ই-তাবরীযীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর থেকে মওলানা শিক্ষা দান, ওয়াজ-নসীহত সব কিছুই ছেড়ে দিলেন। তিনি বলেছেন :

عطار دوار دفتر پاره بودم + زدشت او زمانی می نشستم
چو دیدم نوح پیشانی ساقی + شدم مست و قلم هارا شکستم(রুমি শ্লোক- ১৪৯৭)

আমি বুধ গ্রহের মত প্রতিটি মজলিসের আলাচ্যে বিষয় ছিলাম।
এবার অনেক কাল যাবত তার ময়দান থেকে বসে পড়েছি।
নূহ (আ)-এর মত ললাটধারী পানীয় পরিবেশনকারী (সাকী)-কে যখন দেখতে পেলাম
তখন পাগল হয়ে গেলাম এবং কলমগুলা‌ে ভেঙে ফেললাম।

জালাল উদ্দিন রুমি তার বিখ্যাত 'মসনবি' কাব্যে এবং অন্যান্য লেখনীতে এ বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রেমের রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন। প্রেমের স্বরূপ, বিষয় এবং প্রেমের প্রক্রিয়া এবং লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এগুলো বিবরণের মাধ্যমেই তাঁর প্রেমতত্ত্ব বিকশিত হয়েছে।

প্রেমের পরিচয়

যেহেতু প্রেম প্রেমাস্পদের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে প্রেমিকের অবস্থা নয়; তাই প্রেমিকের পক্ষে প্রেমের পরিচয় জানা সম্ভব নয়। খোদ মাওলানা রুমির ভাষায় প্রেমের সংগা নিম্নরুপ-

مثال عشق پیدایی و پنهانی : ندیدم همچو تو پیدا نهانی (রুমি গযল- ২৭০১)

'আগমন ও লুকানো হলো প্রেমের উদাহরণ, তোমার মত এত লুকোচুরি প্রেম আমি আর দেখিনি।
অন্যত্র বলেন-

در نگنجد عشق در گفت و شنید : عشق دریایی است قعرش ناپدید
قطره‌های بحر را نتوان شمرد : هفت دریا پیش آن بحری است خرد(রুমি, পঞ্চম দফতর, শ্লোক ২৬-২৭)

কথা শুনা ও বলার মাঝে প্রেম মাপা যায় না, প্রেম এমন সাগর যার গভীরতা নিরূপনহীন।
এ সাগরের জলরাশি গননা করা যায় না, জ্ঞানের সাত সমুদ্র তার সামনে তুচ্ছ।
আবার বলেন-

شرح عشق ار من بگویم بر دوام : صد قیامت بگذرد و آن ناتمام (রুমি, শ্লোক, ৮৬)

প্রেমের ব্যখ্যা নিয়ে আসো, আমি বলবো শত কিয়ামত পেরিয়ে যাবে তবু এর ব্যখ্যা শেষ হবে না।'

তিনি আরো বলেন-

هر چه گویم عشق را شرح و بیان :چون به عشق آیم خجل باشم از آن
گر چه تفسیر زبان روشنگر است : لیک عشق بی‌زبان روشن‌تر است
چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت : چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت (রুমি, প্রথম দফতর, শ্লোক ১১-১৩)

'প্রেম সম্পর্কে যাই বলি, বর্ণনা করি এবং প্রকাশ করি, যখন প্রেম করতে আসি, তখন লজ্জিত হই।
যদিও ভাষায় এ প্রেমকে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে ভাষাহীন প্রেম আরো পরিষ্কার।
যখন কলম লেখার জন্য প্রস্তুত হয়, ভালোবাসা এলেই কলম নিজেই দু'ভাগ হয়ে যায়।'

প্রেমের গুরুত্ব

মৌলভীর দৃষ্টিতে প্রেমের গুরুত্ব এমন যে, তিনি প্রেমকে সত্তার প্রকাশের জন্য যথেষ্ট মনে করেন। তিনি এ ক্ষেত্রে অন্য কিছুর প্রয়োজন দেখেন না।

آتشی از عشق در جان بر فروز : سربه‌سر فکر و عبارت را بسوز (রুমি, ২য় দফতর, শ্লোক ১৪)

আপনার আত্মায় প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিন,
বাকি সকল চিন্তা ও কর্ম পুড়িয়ে দিন।

প্রেম তাঁর কবিতার মেরুদন্ড

রুমির সমস্ত রচনা ও কবিতা প্রেমকে ঘিরেই আবর্তিত। তাই তার চোখে প্রেমের অবস্থান বিচিত্র কিছু নয়। কারণ তিনি ভালোবাসা ছাড়া সবকিছুকে অর্থহীন মনে করেন। রুমি বলেন-

عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر : آب حیاتست عشق در دل و جانش پذیر
عشق چو بگشاد رخت سبز شود هر درخت : برگ جوان بردمد هر نفس از شاخ پیر(রমি, গযল ১১২৯)

প্রেম ছাড়া যে বয়স চলে গেল তার কোন হিসাব করো না,
এশক হলো আবে হায়াত, তাই হৃদয় ও প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করো।
প্রেমের শক্তিতে এ বৃক্ষকুল হরিদ্রাভ হয়,
প্রতিটি নিশ্বাসে একটি বৃক্ষ থেকে সবুজ কচিপাতা গজায়

প্রেমের শক্তি

তিনি চরকাকে প্রেম বলে মনে করেন এবং প্রেম ছাড়া তিনি সূর্যালোক নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেন। তিনি ভালবাসার শক্তি জানেন যে তা সিগনিফায়ারের বাঁকানো পিঠকে সোজা করে দেয় এবং প্রেম ছাড়া তিনি আলিফকে বাঁকানো দাল বলে মনে করেন, আবার বাকানো দাল প্রেমের পরশে সোজা হয়ে আলিফ হয়ে যায়। তিনি বলেন-

از عشق گردون مؤتلف بی‌عشق اختر منخسف : از عشق گشته دال الف، بی‌عشق الف چون دال‌ها (রুমি, গযল ২)

এ গোলাকার পৃথিবী প্রেমের কারণে ঘূর্ণয়মান, প্রেমহীন তারকাপুঞ্জ ধসে পড়ে।
প্রেমের পরশে বাকানো দাল আলিফ হয়, আর প্রেমহীন আলিফ বাকা দালে রুপান্তরিত হয়।

প্রেম থেকে প্রেমিকের অবিচ্ছেদ্যতা

মাওলানা রুমির কবিতায় ব্যবহার করা হয়েছে যে প্রেয়সীর প্রেম থেকে প্রেমিকার বিচ্ছেদ অসম্ভব।

گويند رفيقانم از عشق نپرهيزی : از عشق بپرهيزم پس با چه درآويزم؟(রুমি, গযল ৫১১)

'আমার বন্ধুরা বলে, আমার প্রেম এড়িয়ে যাবে না? আমি যদি প্রেম এড়িয়ে যাই, তাহলে কি করব?'
অন্যত্র রুমি বলেন-

প্রেমের কাছে সকল সৃষ্টি ঋণী

রুমির দৃষ্টিতে মানুষ বা জীব শুধু নয়, সবকিছুই প্রেমের কাছে ঋণী।

دور گردونها ز موج عشق دان :گر نبودی عشق بفسردی جهان
کی جمادی محو گشتی در نبات : کی فدای روح گشتی ناميات
روح کی گشتی فدای آن دمی : کز نسيمش حامله شد مريمی (বলখি ৯১৫)

সাগরের ঢেউ প্রবাহিত হয় প্রেমের বলে, প্রেমহীন এ পৃথিবী নিশ্চল।
ফলের বীজ প্রেমে আত্মবিলীন করে বৃক্ষ হয়, অদৃশ্য আত্মা দেহে সচল এ প্রেমের কারণে।
আত্মা নিঃশ্বাস ফেলে এ প্রেমের কারণে, প্রেমের মৃদু বায়ুতেই মরিয়ম ফুল গর্ভবতী হয়।

প্রেমে সতেজতা

মাওলানা মনে করেন প্রেম থেকে অস্তিত্বের সতেজতা, প্রাণশক্তি ও উত্তেজনার সৃষ্টি। তিনি বলেন-

آتش عشقست کاندر نی فتاد :جوشش عشق است کاندر می فتاد (রুমি ৬)

প্রেম হলো আগুন যাতে পতিত প্রেমের আগুন, আর নলখাগড়া জ্বলছে।
আরো একটু সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন-

شاد باش ای عشق خوش سودای ما : ای طبيب جمله علتهای ما
ای دوای نخوت و ناموس ما : ای تو افلاطون و جالينوس ما
جسم خاک از عشق بر افلاک شد : کوه در رقص آمد و چالاک شد (রুমি ৬)

সুখী হও, আমাদের সুখী ভালবাসা, হে আমাদের সকল রোগের ডাক্তার!
ওহে, আমাদের লজ্জা এবং সম্মানের ঔষধ, ওহে আপনি আমাদের প্লেটো এবং জালিনুস!
প্রেমের বলে মাটির শরীর উড্ডীন হয় অম্বরে, আর প্রেমের শক্তিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে পাহাড়।

সব কিছুর অস্তিত্ব প্রেমে

রুমির অতীন্দ্রিয়বাদে এ পৃথিবী ও মানুষের অস্তিত্ব ভালোবাসার ফলে দৃশ্যমান হয়েছে। আল্লাহ গুপ্ত ছিলেন, ভালবাসা ও প্রেমের খেলায় তিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

اگر نبودی عشق هستی کی بدی؟ : کی زدی نان بر تو و تو کی شدی؟ (রুমি ৯১৫)

তুমি না থাকলে কে তোমাকে অস্তিত্ব দিতো?
কে তোমাকে রুটি রুযি দিতো আর তুমি আজকের তুমি হতে?

তিনি বিশ্বাস করেন যে, যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালা নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর ভালোবাসার জন্য আকাশ এবং তাতে যা আছে তা সৃষ্টি করেছেন। তাই যদি এই ভালোবাসা বিশুদ্ধ ও ঐশ্বরিক না হতো তাহলে আসমান সৃষ্টি হতো না। মুহাম্মদের সাথে ছিল বিশুদ্ধ ভালোবাসা, জুটি। প্রেমের শেষ কারণ তিনি একজন ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি তাকে নবীদের কাছে অর্পণ করেছিলেন।

প্রেমের শক্তি

রুমির চোখে প্রেমের শক্তি এতই প্রবল যে প্রেমের উত্তাপে সমুদ্র ফুটে ওঠে, আর পাহাড় চুরমার হয়ে যায়। এছাড়াও, ভালোবাসার শক্তি এতটাই দুর্দান্ত যে এটি পৃথিবীকে কাঁপিয়ে আকাশকে বিদীর্ণ করার ক্ষমতা রাখে।

عشق جوشد بحر را مانند دیگ : عشق ساید کوه را مانند ریگ
عشق بشکافد فلک را صد شکاف : عشق لرزاند زمین را از گزاف (রুমি ৮৫৮)

'প্রেম সাগরকে কড়াইয়ের মত ফুটায়, প্রেম পাহাড়কে ধুনিত বালুকণা বানিয়ে দেয়।
ভালোবাসা আকাশকে শত ফাটলে বিভক্ত করে, ভালোবাসা পৃথিবীকে চরম থেকে কাঁপিয়ে দেয়।'

প্রেম লালসা থেকে মুক্তির অবলম্বন

রুমির অতীন্দ্রিয়বাদে প্রেম কখনো লালসা ও অভিলাষের সমান নয়। বরং প্রেম হল বাঁকা-মোহ থেকে মুক্তির অবলম্বন। রুমি বলেন-

پوزبند وسوسه عشق است و بس : ورنه کی وسواس را بسته است کس
عشق چون کشتی بود بهر خواص : کم بود آفت بود اغلب خلاص (রুমি ৮৮১)

কুমন্ত্রণার মুখবন্ধ হলো প্রেম, নতুবা কে আছে যে কুমন্ত্রণাকে বন্দি করে?
ভালবাসা একটি জাহাজের মত প্রেমিকবরদের জন্য।
খুব অল্প লোকেরাই তার হাত থেকে রক্ষা পায়।

বিপজ্জনক এলাকা

রুমির মতে, প্রেমের ক্ষেত্র ঝুঁকিমুক্ত নয়। যে এই ক্ষেত্রটি বেছে নেবে সে অবশ্যই প্রেমের বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে। রুমি বলেন-

عشق، از اول چرا خونی بود : تا گریزد آنکه بیرونی بود (রুমি ৫৫২)

প্রেম, কেন রক্তাক্ত ছিল প্রথম থেকে
যে বাহ্যিকভাবে থাকে সে যেন পালায়।

যদিও প্রেমে প্রেমিকার জন্য ঝুঁকি ও বিপদ রয়েছে কিন্তু এই প্রেমের এলাকায় প্রবেশের প্রভাব এবং পরিণতি এই ঝুঁকি গ্রহণকে সমর্থন করে। প্রেমিকের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল প্রেয়সীর কাছে পৌঁছানো, যা প্রেম প্রেমিকের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি সরবরাহ করে। রুমি বলেন-

هین دریچه سوی یوسف باز کن : وز شکافش فرجه‌ای آغاز کن
عشق‌ورزی آن دریچه کردن است : کز جمال دوست سینه روشن است (রুমি ১৫৬৭)

ইউসুফের জন্য এই দরজাটি খুলুন এবং এর মধ্যে একটি ফাঁকা দরজা খুলুন
প্রেম করতে হলে তা খুলতে হয়; কেননা প্রিয়তমের সৌন্দর্যে বক্ষ আলোকিত হয়।

প্রেম আকর্ষণ তৈরি করে

তার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেম যে অলৌকিক কাজ করে তা হল এটি প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদের মধ্যে দূরত্বকে ছোট থেকে ছোট করে তোলে; যেন তাদের মধ্যে কোনও দূরত্ব নেই।

هیچ عاشق خود نباشد وصل جو : که نه معشوقش بود جویای او
لیک عشق عاشقان تن زه کند : عشق معشوقان خوش و فربه کند (রুমি ৫৩৬)

কোন প্রেমিক নিজে মিলন কামনা করেনা, যতক্ষণ প্রেমাস্পদ তাকে না চায়।
কিন্তু প্রেম প্রেমিকদেরকে এক দেহে পরিণত করে। প্রেম প্রেমিককে খুশি করে আবার প্রতারণাও করে।'

প্রেম ঐশ্বরিক

রুমির দৃষ্টিতে প্রেমের সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো প্রেম ঐশ্বরিক। মৌলভীর চিন্তায় প্রকৃত লক্ষ্য, গন্তব্য ও মর্মার্থ হল আল্লাহ প্রেমিক।

گنج‌های خاک تا هفتم طبق :عرضه کرده بود پیش شیخ حق
شیخ گفتا خالقا من عاشقم : گر بجویم غیر تو من فاسقم
هشت جنّت گر در آرم در نظر :ور کنم خدمت من از خوف سقر
عاشقی کز عشق یزدان خورد قوت صد بدن پیشش نیرزد ترّه توت (রুমি ৮৫৭)

মাটির গুপ্তধন সপ্তম স্তর পর্যন্ত: তিনি সত্য পীরের নিকট নিবেদন করেছিলেন
শায়খ বলেন, সৃষ্টিকর্তা! আমি প্রেমে পড়েছি, যদি তোমাকে ছাড়া অন্যকে খুঁজি তবে আমি পাপী।
আটটি স্বর্গকে যদি আমার দৃষ্টিতে আনি আর যদি নরকের ভয়ে আমি ইবাদত করি।
একজন প্রেমিক যে আল্লাহর প্রেমে শক্তি অর্জন কওে শত মানুষের শক্তি তার কাছে তুচ্ছ।
রুমি আরো বলেন-

هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست: ما به فلک می‌رویم عزم تماشا که راست
ما به فلک بوده‌ایم یار ملک بوده‌ایم : باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست
خود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم : زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست (তাবরিযি, গযল ৪৬৩)

প্রেমের গানের প্রতিটি নিঃশ্বাস আসে ডানে-বাঁয়ে:

আমরা যাচ্ছি আকাশে, সেই ডানদিকে দেখার সংকল্প
আমরা আকাশে ছিলাম, ফেরেশতার বন্ধু হয়েছি:
আমরা আবার সেখানে যাব, যেখানে আমাদের শহর।
আমরা নিজেরাই আকাশের চেয়ে উঁচু এবং ফেরেশতার চেয়েও দামী:
আমরা এ দুটি থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের বাসস্থানে থাকতে পারিনি অহমিকার কারণে।

প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক

রুমির চিন্তাধারায় প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক রাত ও দিনের সম্পর্কের মতো। অর্থাৎ যেমন বোঝা সম্ভব নয় যে রাত দিনের চেয়ে বেশি প্রেমময় নাকি রাতের চেয়ে দিন বেশি। প্রেমিকার ভালোবাসা প্রেমিকার জন্য বেশি নাকি প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিক বেশি তা বোঝা যায় না।

عشق مستسقی است مستسقی طلب : در پی هم این و آن چون روز و شب
روز بر شب عاشق است و مضطر است : چون ببینی شب بر آن عاشق‌تر است (তাবরিযি ১০৪৮)

প্রেম তৃষ্ণার্ত, প্রেম ঠিক দিন ও রাতের মত
দিন রাতের প্রতি আসক্ত, ঠিক রাতকে দেখবে দিনের চেয়ে তার প্রতি আসক্ত।

একতা

প্রেমিক ও প্রেয়সীর মধ্যে দূরত্ব ও মিলনের অভাব এমন পর্যায়ে চলে যায় যেখানে প্রেমিকা নিজেকে প্রেয়সীকে নশ্বর মনে করে এবং নিজেকে শূন্য এমনকি অস্তিত্বের চেয়েও নীচু মনে করে।

ما بها و خون‌بها را یافتیم : جانب جان باختن بشتافتیم
ای حیات عاشقان در مردگی : دل نیابی جز که در دل بردگی (রুমি ৮৫)

আমরা রক্তের দাম খুঁজে পেয়েছি, আমরা মরতে ছুটছিলাম,
হে প্রেমিকের জীবন, হৃদয় ক্ষয় করা ছাড়া হৃদয় পাবে না।

প্রেমিকের অস্তিত্বহীনতা

প্রেমিক প্রেয়সীর সামনে নিজেকে শূন্য ও অকার্যকর মনে করে। তার সামনে নিজের জন্য কোন স্থান নেই। এই অবস্থান প্রেমিকের জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। যা তাকে অনন্তকালের দিকে নিয়ে আসে। সমুদ্রের তুলনায় একটি ফোঁটার অস্তিত্বের মতো। কেননা ফোঁটা সমুদ্রের তুলনায় কিছুই নয় ।

جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای : زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای(রুমি ৬)

সকলেই প্রেমিক আর প্রেমাস্পদ আছেন পর্দার অভ্যন্তরে।
প্রেমিকরাই জীবিত আর বাকিরা মৃত।

তিনি আরো বলেন-

تو خود دانی که من بی تو عدم باشم عدم باشم : عدم خود قابل هست است از آن هم نیز کم باشم (তাবরিযি, গযল ১৪৩২)

তুমি নিজেই জানো তোমাকে ছাড়া আমি কিছুই না, আমি কিছুই না,
আমার অস্তিত্বহীনতা তাও ধর্তব্য, আমি এর চেয়েও তুচ্ছ।

প্রেম পরকালের জন্য সংযোগ

রুমি মনে করেন প্রকৃত প্রেমিককে আল্লাহ আলো দান করেন। একজন সত্যিকারের আশেক সর্বদা স্রষ্টার মিলন কামনা করেন। সেজন্য তিনি মৃত্যুকে জীবনের স্থায়ী একটি বিষয় বলে মনে করেন।

از مرگ چه اندیشی چون جان بقا داری : در گور کجا گنجی چون نور خدا داری (রুমি ২৫৯৪)

মৃত্যুকে নিয়ে কেন ভয়, যখন তুমি শাশ্বত আয়ু পাবে,
কবরে কোথায় অন্ধকার যখন পাবে স্রষ্ঠার আলো।

উপসংহার:

রুমির প্রেমতত্ত্ব একটি আধ্যাত্মিক প্রেমের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। যার চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহর সত্তায় আত্মবিলুপ্তি। এ প্রেম কোন স্বাভাবিক প্রেম নয়। এ ভালোবাসায় কোন পরিবর্তন নেই, স্বার্থচিন্তার হীন বাসনা লুকায়িত নেই। নেই কোন কিছু হারানারে স্থুল আক্ষেপ। দার্শনিক প্লেটোর 'Symposium' এ বর্ণিত প্লেটোনিক প্রেমতত্ত্বের সাথে রুমির প্রেমতত্ত্বের কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে রুমির প্রেমতত্ত্বের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, তিনি প্রেমকে একাধারে জীবনের লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, "প্রেমই জীবনের উৎপত্তির কারণ, প্রেমই জীবনের লক্ষ্য এবং প্রেমেই জীবনের পরম স্বার্থকতা।" ধর্মতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক ও নৈতিক দিক থেকে রুমির প্রেমতত্ত্ব তাই অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

তথ্যসূত্র

http://erfanandishe.blogfa.com
করিম যামানি, শরহে জামে মসনবি-এ-মা'নবি, তেহরান: উযিরিয়ে কালিঙ্গার, ১৪০১ হি.শা.।
রেযা যাদে শাফাক, তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান, ইন্তেশারাতে দানিশগাহে পাহলভি, তেহরান, ১৯৯৭ খ্রি.।
যাবিহুল্লাহ সাফা, ইন্তেশারাতে ফেরদৌসি, তেহরান, ১৩৯০ হি.শা.।
Kephart, William (1970)। "The "Dysfunctional" Theory of Romantic Love: A research report"
Irving Singer *Philosophy of Love: A Partial Summing-Up*
মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানি, আদবনামায়ে ইরান, ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, লাহোর, তা.বি.।
মুফতি শফি কাসেমি, মাআ'রিফুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, মাকতাবায়ে দারুত্তাসনিফ, দিল্লি, ১৪১৪ হি,।
তাকি উসমানি, তাসাউফ আওর উনকি হাকিকত, কিতাবখানায়ে আশরাফি, ১৪১৭ হি.।
শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভি, তাসাউফ কি হাকিকত, হায়াত আবাদ, পেশাওয়ার, ২০১৫ খ্রি.।
শামসুদ্দিন মুহাম্মদ আফলাকি, মানাকিবুল-আরিফীন' উযিরিয়ে কালিঙ্গার, ১৪০৮ হি.শা.।
জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ বালখি, মসনবি-এ-মা'নবি, ইন্তেশারাতে দানিশগাহে পাহলভি, তেহরান, ১৪০৭ হি.শা.।
জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ বালখি, দেওয়ানে শামস তাবরিযি, ইন্তেশারাতে ফেরদৌসি, তেহরান, ১৩৯০ হি.শা.।
গানায়ি গযনবি, দেওয়ানে হাকিম সানায়ি, মুহাম্মদ রেযা বুযুর্গওয়ার সম্পাদিত, দানিশগাহে তেহরান, ১৪০১ হি.শা.।